শিশু সুরক্ষা নীতিমালা

এই নীতিমালা কার্যকর হবে - ০১ জানুয়ারী ২০০৭ থেকে।

ইউএসএস এর শিশু সুরক্ষা নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা:

ইউএসএস মূলত: মানুষের মানবিক বিকাশ (জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা) কে প্রাধান্য দিয়ে সকল কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রতিটা মানুষের মানবিক বিকাশের বিষয়টি শুরু হয় শিশু থেকে। সেজন্যই সকল মানুষের জন্য সুন্দর সমাজ বিনির্মানে শিশু বিকাশ ও শিশু অধিকারকে ইউএসএস অত্যান্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে থাকে। তাই ইউএসএস এর জন্য শিশু সুরক্ষা নীতিমালা থাকা জরুরী প্রয়োজন।

সংজ্ঞা:

শিশু- ১৮ বছরের কম বয়সের সকল মানুষই শিশু হিসেবে বিবেচ্য হবে।

শিশু নির্যাতন / হয়রানি - উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কোন শিশুর প্রতি যৌন নিগ্রহ, শারীরিক বা মানসিক যে কোন ধরণের নির্যাতন চাইল্ড এ্যাবিউজ বা শিশু হয়রানিমূলক কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে।

কাদের জন্য এই নীতিমালা?

ইউএসএস এর কাজের প্রয়োজনে শিশুদের সংস্পর্শে আসেন তাদের জন্য এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। ইউএসএস এর কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ, ইউনিট অফিস, ফিল্ড অফিস, দেশে বা বিদেশে অবস্থানরত দাতা সংস্থাসমূহ সকলে এর আওতাভুক্ত যারা ইউএসএস এর সাথে কাজ করার সুবাদে শিশুদের সংস্পর্শে আসেন।

উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই ‘‘ইউএসএস” এর সহযোগী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

যদিও উপদেষ্টা, ঠিকাদার, দাতা, ভিজিটর, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী, স্থানীয় প্রতিনিধি, সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা ইউএসএসকে এর কর্মকর্তা বা কর্মীদের থেকে একটু ভিন্ন কিন্তু ইহা অত্যান্ত জরূরী যে যারা কাজের প্রয়োজনে শিশুদের সংস্পর্শে আসেন তাদের জন্য এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

উদ্দেশ্য:

একটি স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ইউএসএস শিশুর কল্যাণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং শিশু অধিকার সনদের সমর্থক হিসেবে ইউএসএস কখনই শিশুর প্রতি নিযাতন / হয়রানিকে বরদাস্ত করে না।

ইউএসএস জরুরী মনে করে যে, ইহার কর্মকর্তা / কর্মী ও অন্যান্য যারা ইউএসএস- এর সঙ্গে কাজ করে তাদের ইউএসএস্ এর সঙ্গে সম্পৃক্ততায় মূলমন্ত্র হবে সর্বাগ্রে শিশুদের মঙ্গল ও স্বার্থ রক্ষা করা। এই পলিসির উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা নিশ্চিত করা যে ইউএসএস – এর একটি স্বীকৃত কার্যপ্রনালী / প্রক্রিয়া (Procedure) রয়েছে যার মাধ্যমে ইউএসএস এর সহযোগী কর্তৃক শিশু নির্যাতন / হয়রানীর প্রতিরোধ এবং সংঘটিত শিশু নির্যাতন / হয়রানীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারে।

নীতিমালা:

ইউএসএস সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহন করবে যেন শিশু নির্যাতন / হয়রানিকারীর কোন ব্যক্তি ইউএসএস এর সাথে সম্পৃক্ত না হয় এবং ইউএসএস এর কোন সহযোগী (ইউএসএস এর কর্মী, পার্টনার, কনসাল্টটেন্ট, কন্ট্রাক্টর এবং কমিউনিটি যাদের জন্য এই নীতিমালা প্রযোজ্য) শিশু নির্যাতন / হয়রানি করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

শিশু সুরক্ষা আচরন বিধি (কর্মকর্তা / কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য):

যারা কাজের প্রয়োজনে শিশুদের সংস্পর্শে আসেন এমন (ইউএসএস) - এর সকল কর্মকর্তা / কর্মচারী এবং ইউএসএস কর্তৃক নিযুক্তদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ:

- ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং তা আয়ত্ব করতে জানা
- ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবেলার উপযোগী করে কাজ এবং কাজের ক্ষেত্র পরিকল্পনা ও সম্পাদন করা।
- শিশুদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব নিজেকে দৃশ্যমান রাখা।
- এমন একটি উন্মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে যেখানে যে কোন ধরণের বিষয় বা সে ধরণের কোন তথ্য উত্থাপন করা এবং আলোচনা করা যায়।
- শিশুদের ক্ষমতায়ন - তাদের অধিকারসমূহ কি কি তা তাদের সাথে আলোচনা করা, কি গ্রহনযোগ্য, কি নয় বা কোন সমস্যার সম্মূখীন হলে তারা কি করবে তা তাদের জানানো।

সাধারণত এরকম হবে না যেমন-

- কোন শিশুর সাথে একা আলাদাভাবে বেশী সময় কাটানো
- শিশুদের নিজ বাড়ীতে নেয়া যেখানে আপনি (কর্মকর্তা / কর্মচারী) একা থাকেন।

কর্মকর্তা / কর্মচারী এবং অন্যান্যরা যা কখনই করবে না।

- কোন শিশুকে শারীরিকভাবে আঘাত, অপমান বা মানসিকভাবে হয়রানি।
- কোন শিশুর সাথে কোন রকম শারীরিক বা যৌন সর্ম্পক স্থাপন।
- কোন শিশুর সাথে এমন কোন সর্ম্পক স্থাপন করা যা হয়রানি বা অপমান হিসেবে পরিগণিত হয়।

- এমন কোন কাজ করা যা কোন শিশুর জন্য হয়রানিমূলক বা হয়রানির কোন রকম সম্ভবনা থাকতে পারে।

কর্মকর্তা/ কর্মচারী বা অন্যান্যরা এমন কোন কাজ বা ব্যবহার করবেন না যা মন্দ আচরন বা হয়রানির সম্ভাবনা হিসেবে পরিগনিত হতে পারে

উদাহরণস্বরুপ, যা তারা কখনোই করবেন না-

- এমন ভাষা প্রয়োগ, উপদেশ, পরামর্শ দেয়া যা অযথোচিত, অশোভন বা হয়রানিমূলক।
- এমন শারীরিক আচরণ করা যা অশোভন বা যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দীপনা প্রকাশ করে।
- যে শিশু বা শিশুদের সাথে তারা কাজ করেন তাদেরকে সারারাত তাদের (কর্মকর্তা/ কর্মচারী বা অন্যান্যদের) বাড়িতে রাখা।
- যে শিশু বা শিশুদের সাথে তারা কাজ করেন তাদের সাথে একই ঘরে বা বিছানায় থাকা।
- শিশুরা নিজেদের ব্যক্তিগত কাজ যা তারা নিজেরাই করতে পারে, তাদের হয়ে সেই কাজ করা।
- শিশুদের অনৈতিক,অনিরাপদ বা হয়রানিমূলক আচরনে অংশগ্রহন করা বা শিশুদের এইরুপ আচরন/ব্যবহার উপেক্ষা করা।
- ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কাজ করা যা শিশুদের জন্য লজ্জা, অপমানজনক, মর্যাদাহানিকর, অশ্রদ্ধামূলক বা আবেগজনিত হয়রানির কারণ হয়।
- কোন শিশুর সাথে বৈষম্যমূলক বা ভিন্নরকম আচরন করা সকলের মধ্যে নির্দিষ্ট একজন শিশুকে আলাদা কোন রকম সুবিধা দেয়া।

ইউএসএস এর সহযোগীদের করণীয়:

- ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে এমন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং এমন পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করতে / সামাল দিতে হয় তা জানা।
- এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখা যেখানে শিশুরা অগ্রহনযোগ্য আচরন বঝতে পারে এবং নিজেদের অধিকার এবং উদ্দ্যোগগুলি নিজেরা আলোচনা করতে সক্ষম বলে নিজেদের মনে করে।
- সম্ভবপর সকল ক্ষেত্রে তারা (ইউএসএস এর সহযোগীরা) নিজেরা এবং অন্যান্যরা যাতে শিশুদের সাথে খোলামেলাভাবে মিশতে পারেন তা নিশ্চিত করা।
- প্রযোজ্য স্থানীয় কার্যপ্রনালী অনুযায়ী সন্দেহজনক কোন অপব্যবহারের বিষয়টি তুলে ধরা।

ইউএসএস এর সহযোগী যা অবশ্যই করবেন না:

অননুমোদিত কারো কাছে এমন কোন তথ্য প্রকাশ, যার ফলে শিশু চিন্তিত হয়ে পড়ে বা পরিবারের এবং যখন যথাযথ, শিশুর সম্মতি ছাড়া এমন তথ্য সাধারণের মধ্যে প্রকাশ।

শিশু নির্যাতন/ হয়রানি নিয়ে কাজ করা:

স্থান ভিত্তিতে শিশু নির্যাতন/ হয়রানির অভিযুক্ত ঘটনা সংশিষ্ট ইউএসএস অফিস বা পরিচালককে জানাতে হবে। ইউএসএস অফিস বিষয়টি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানাবেন এবং অন্যান্য পরবর্তী ব্যবস্থাসমূহ এবং ঘটনাটির গুরুত্ব ও গভীরতা বিবেচনা সাপেক্ষে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিষয়টি অবগত করবে এবং / বা আইনী সহায়তা করাসহ অন্যান্য যথাযথ পদক্ষেপের ব্যাপারেও কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেবে।

যদি কোন কর্মী, সন্দেহভাজন শিশু নির্যাতন/ হয়রানির সম্পর্কিত কোন বৈধ উদ্বেগ উত্থাপন করেন এবং তদন্তে তা যদি অমূলক প্রমানিত হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত কর্মীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে না।

তবে কোন কর্মী মিথ্যা এবং ক্ষতিকর অভিযোগ উত্থাপন করলে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। ইউএসএস এর কোন সহযোগী শিশু নির্যাতন/ হয়রানির সংক্রান্ত কোন মিথ্যা বা ক্ষতিকর অভিযোগ উত্থাপন করলে, তার বিরুদ্ধে ইউএসএস প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

সাধারণ ক্ষেত্রে, কোন অভিযোগের তদন্ত চলাকালীন সময়ে অপরাধ সংগঠনকারীকে/অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ইউএসএস-ও স্বাভাবিক সম্পর্ক থেকে সাসপেন্ড করা হবে। অভিযোগ প্রমানিত হলে ইউএসএস উক্ত সহযোগীর সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

গোপনীয়তা:

শিশু নির্যাতন/ হয়রানির অভিযোগ একটি মারাত্বক বিষয়। এই নীতি এবং স্থানীয় কার্য-প্রনালী অনুসরন করার ক্ষেত্রে, সকল পক্ষেরই গোপনীয়তা রক্ষা করা অপরিহার্য। যেসব তথ্য দ্বারা একটি শিশু বা একজন অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা যায়, এমন তথ্য কেবলমাত্র ”জানা-প্রয়োজন” ভিত্তিতে শেয়ার করা যাবে। যতক্ষন অভিযোগ সংঘটিত হয়েছে বলে প্রমাণিত না হবে, ততক্ষন অবশ্যই ”অভিযুক্ত নির্যাতন/হয়রানি” হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

ইউএসএস এর কার্যরত অবস্থায়, যদি একজন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর অপ্রীতিকর ব্যবহার উদ্বেগ সৃষ্টি করে তখন তা পরিচালককে অবগত করতে হবে এবং তারাই সিদ্ধান্ত নিবেন এ বিষয়ে কি করা যেতে পারে বা কি করবেন।

এই নীতিমালার উদ্বৃত কোন ধারা, শব্দ, বাক্যের ব্যাখ্যা নিয়ে কোনরুপ অস্পষ্টতা দেখা দেয় বা এইরুপ কোন ধারা, শব্দ, বাক্যের ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত এই নীতিমালায় না থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে ইউএসএস এর নির্বাহী পরিচালক এর ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।